দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 25 NOV 1988
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

শিক্ষা ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা আনয়নের জন্য

কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ডের ব্যবস্থাপনায় পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর সভাকক্ষে বাংলাদেশে পরীক্ষায় দুর্নীতির প্রতিকার ও প্রতিরোধ শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালায় বক্তব্য রাখিতে গিয়া মাননীয় আইনমন্ত্রী অপ্রিয় সত্য কথাটাই বলিয়াছেন বলিয়া আমি মনে করি। তাঁহার কথার মর্ম অনুধাবন করিয়া মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী সংস্কারের পদক্ষেপ নিবেন কিনা জানি না। নিলে ভাল হইত।

বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিবেশ বর্তমানে শিক্ষার অনুকূলে নয়। এখানে কমিটি কোন্দল, স্বার্থপরতা শিক্ষার পরিবেশকে বিঘ্নিত করে। তাহাছাড়া রহিয়াছে স্থানীয় শিক্ষকদের স্বেচ্ছাচারিতা। তাঁহাদের মধ্যে অহরহই বিশৃংখল ভাব বিরাজ করে। নিয়োগের বেলায় ক্ষেত্রবিশেষে ব্যতিক্রম ছাড়া মাননীয় আইনমন্ত্রী মহোদয়ের বক্তব্য সঠিক। এখানে জবাবদিহিতার কোন ব্যবস্থা নাই। প্রধান শিক্ষকদের বেলায়তো আরো ভয়ানক অবস্থা। তাঁহাদের মাথায় লবণ রাখিয়া অনেকে বরই খায়। কিন্তু একথা বলা যায় না। মুদির দোকানের চাকুরীর মত যে কোন সৃষ্ট অনিয়মের ফাঁদে পড়িয়া তাঁহাদের চাকুরী হারাইতে হয়। চাকুরীর নিরাপত্তাহীনতা তাঁহাদেরই বেশী। তাঁহারা দুর্নীতি না করিয়াও দুর্নীতির পাতানো জালে আটকা পড়েন। তাঁহাদের অহর্নিশ চাকুরী রক্ষার কৌশলের মহড়া দিতে হয়। এই যদি হয় অবস্থা তাহা হইলে কিভাবে শিক্ষার মান উন্নত হইবে, প্রতিষ্ঠানের উন্নতি হইবে, কল্যাণ ট্রাষ্টই বা কি কল্যাণ বহিয়া আনিবে তাহাদের জন্য? জীবনের শেষদিন পর্যন্ত চাকুরী করা গেলেইতো কল্যাণ ট্রাষ্টের সুবিধা পাওয়া যাইবে।

বিদ্যালয়ে সুস্থ পরিবেশ থাকিলেইতো ছাত্র/ছাত্রীদের যোগ্য নাগরিক করিয়া তোলার দায়িত্ব পালন করা সম্ভব। যোগ্য-দক্ষ শিক্ষক থাকিলেইতো শিক্ষার মান উন্নত হইবে। তাই জাতিকে যোগ্য নাগরিক উপহার দিতে বেসরকারী শিক্ষকদের স্ব থানার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বদলীর ব্যবস্থার আওতায় আনা একান্ত প্রয়োজন। উপ-পরিচালক মহোদয়ের কার্যালয়ে এ ব্যাপারে একটা সেকশন খুলিয়া এ কাজ সম্পন্ন করার আয়োজন করা যাইতে পারে। বিদ্যালয়ের বেতনের অংশ সব প্রতিষ্ঠানে সমান হারে প্রবৃদ্ধিসহ দেওয়ার বিধান করিয়া আপাততঃ বদলী ব্যবস্থা চালু করা যায়। পর্যায়ক্রমে ১০০% বেতন-ভাতা দিয়া বেসরকারী শিক্ষা ব্যবস্থায় শৃংখলা বিধান করা প্রয়োজন। যে সমস্ত শিক্ষক বদলী ব্যবস্থার আওতায় আসিতে চান না তাঁহাদের সংখ্যা কম এবং তাঁহারা সুবিধাবাদী শ্রেণীর। তাঁহাদের জন্য বৃহত্তর শিক্ষক সমাজের অকল্যাণ সাধন করা যায় না।

শিক্ষক নিয়োগ ও অপসারণে ম্যানেজিং কমিটির ক্ষমতা রহিত, নিদেনপক্ষে নিয়ন্ত্রিত করাও প্রয়োজন। অভিযোগ থাকিলে কমিটি যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগনামা দাখিল করিবে এবং তদন্তসাপেক্ষে সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মত ব্যবস্থা নেওয়া হইবে। শিক্ষক/ কর্মচারীদের জন্য সার্ভিস বুক চালু করা দরকার। যত দ্রুত উল্লেখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা যায় তত তাড়াতাড়ি শিক্ষাক্ষেত্রে জাতি কাংক্ষিত ফল লাভ করিবে বলিয়া আমি মনে করি। এ ব্যাপারে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন ইহাই প্রত্যাশা।

সুখেন্দু বিকাশ দে
প্রধান শিক্ষক,
শান্তির হাট উচ্চ বিদ্যালয়,
সাদীনগর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।